চুয়াডাঙ্গা সিভিল সার্জন কার্যালয়ের স্টোর কিপার পিয়াসের কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ

চুয়াডাঙ্গা সিভিল সার্জন অফিসের স্টোর কিপার হাফিজ বিন ফয়সাল ওরফে পিয়াসের বিরুদ্ধে সরকারী ঔষধ ও চিকিৎসা সামগ্রী খোলা বাজারে বিক্রি করে কোটি কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে। ইতোমধ্যে পিয়াসের বিরুদ্ধে ওঠা গুরুতর সব অভিযোগ আমলে নিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন। শুরু হয়েছে অনুসন্ধান। অনুসন্ধানের অংশ হিসেবে সম্প্রতি দুদকের সমন্বিত কুষ্টিয়া কার্যালয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালসহ তিনটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্টোর কিপারদের বক্তব্য নেওয়া হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, চুয়াডাঙ্গা সিভিল সার্জন অফিসে ২০১০ সাল থেকে স্টোর কিপার হিসেবে কর্মরত রয়েছেন হাফিজ বিন ফয়সাল ওরফে পিয়াস। তিনি যোগদানের পর থেকে কেন্দ্রীয় ঔষধাগার থেকে বরাদ্দকৃত ঔষধ ও চিকিৎসা সামগ্রী সদর হাসপাতালসহ তিনটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সরবরাহ করে আসছিলেন। দীর্ঘ বছর ধরে অভিযোগ ওঠে তিনি ঔষধ ও চিকিৎসা সামগ্রী সদর হাসপাতাল ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সরবরাহ না করে খোলা বাজারে বিক্রি করে কয়েক কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছেন। এই অভিযোগের পর দুর্নীতি দমন কমিশন তদন্তের প্রক্রিয়া শুরু করেছে।

স্টোর কিপার পিয়াসের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের প্রেক্ষিতে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্টোর কিপারদের বক্তব্য নেয়ার জন্য অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা দিন নির্ধারন করে নোটিশ দেন। সম্প্রতি সদর হাসপাতালের স্টোর কিপার হাদিউজ্জামান, জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্টোর কিপার শামসুল হক, দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্টোর কিপার হুমায়ুন কবীর ও আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্টোর কিপার জহুরুল হক কুষ্টিয়ার দুদক সমন্বিত কার্যালয়ে তাদের স্ব স্ব বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন।

সূত্র জানায়, সিভিল সার্জন অফিসের স্টোর কিপার পিয়াসের কার্যালয় এতটা বছর স্থানীয় উশৃংখল যুবকদের আড্ডা ও নেশাখানা হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। দিনের বেলাতেও চলে আসছে ফেন্সিডিলের আসর। যাকে তাকে অপমান করাই হচ্ছে পিয়াসের প্রথম কাজ। সিভিল সার্জন অফিসের কেউ প্রতিবাদ করার সাহস পান না। এমনকি সিভিল সার্জনও না। স্টোর কিপার পিয়াসের সব অপকর্ম চোখে দেখেও ভয়ে সবাই না দেখার ভান করে চলেন। সূত্র জানায়, পিয়াস এ পর্যন্ত ৮ থেকে ১০ কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছেন। দুর্নীতি দমন কমিশনের তদন্তে সব বেরিয়ে আসবে বলে আশা করছেন সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো।

এ ব্যাপারে সিভিল সার্জন কার্যালয়ের স্টোর কিপার হাফিজ বিন ফয়সাল ওরফে পিয়াস জানান, তার বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগ মিথ্যা।

তিনি বলেন, আমার অফিসের কেউ প্রতিহিংসা পরায়ন হয়ে অথবা বাইরের কেউ হয়রানি করতে দুদকের কাছে এসব অভিযোগ করেছে।

চুয়াডাঙ্গা সিভিল সার্জন ডা. এএসএম মারুফ হাসান জানান, এক বছরের বেশী সময় ধরে দুদক মামলাটি অনুসন্ধান করছে। অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা দুদকের উপসহকারী পরিচালক মো. নাসরুল্লাহ হোসাইন গত এক বছরের ঔষধ ও চিকিৎসা উপকরণের প্রাপ্তি ও ক্রয়, সরবরাহ, বিতরণ বিষয়ক প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সরেজমিন দেখেছেন এবং বেশকিছু ফটোকপি করে নিয়েছেন।

তিনি বলেন, ঘটনাকাল ২০১৭ সাল। সে সময় সিভিল সার্জনের দায়িত্বে ছিলেন ডা. রওশন আরা বেগম। তিনি এ ব্যাপারে ভাল বলতে পারবেন। তবে অবসরপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন ডা. রওশন আরা বেগমের মোবাইলে একাধিকবার রিং করার পরও তিনি রিসিভ করেননি। ফলে তার বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি।

জীবননগর কালা গ্রামে পানি

নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকায় জনদুর্ভোগ চরমে

জীবননগর উপজেলার মনোহরপুর ইউনিয়নের কালা গ্রামের দক্ষিণ পাড়ায় কালভার্ট থাকলেও পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকায় জনদুর্ভোগ চরমে পৌঁছিয়েছে। হালকা কিংবা মাঝারি বৃষ্ট হলেই কালা গ্রামের ৩০ টি পরিবারকে পানি বন্দী অবস্থায় জীবন-যাপন করতে হয়।

এদিকে পানি নিষ্কাশনের জন্য একটি কালভার্ট নির্মাণ করা হলেও পানি সেখান দিয়ে বের হবার তেমন কোন ব্যবস্থা না থাকায় ওই মহল্লার সাধারণ মানুষ পানিবন্ধী হয়ে জীবন-যাপন করছে । এমন কি বাড়িতে পানি জমে থাকায় গৃহপালিত পশুপাখিদের নিয়ে পড়তে হচ্ছে চরম বিপদে ।

এদিকে কালা গ্রামের সাধারণ মানুষ পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থার জন্য জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার নিকট একটি লিখত অভিযোগ দিয়েছেন।

ভুক্তোভোগী সামসুল আলম, মাবুদ, সিরাজুল ইসলামসহ একাধীক ব্যক্তি অভিযোগ করে বলেন, আমাদের গ্রামের পানি নিষ্কাশনের জন্য সরকারি ভাবে যে কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে এ জন্য আমরা অনেক খুশি কিন্তু যেখানে কালভার্ট স্থাপন করা হয়েছে তার সামনে একটি পুকুর থাকায় কালভার্টের উপরের অংশ মাটি দিয়ে উচু করে দেওয়া হয়েছে ,যার ফলে পানি যেতে না পারায় আমাদের বাড়ির মধ্যে পানি জমে আছে ফলে আমাদের চলাচল করতে চরম সমস্যার মধ্যে পড়তে হচ্ছে ।

মনোহরপুর ইউনিয়ন পরিষদের ৫নং ওর্য়াড মেম্বর ইদবারী বলেন, কালা গ্রামের দক্ষিণ পাড়ায় বেশ কিছু পরিবার পানি বন্ধী অবস্থায় রয়েছে এটা আমি জানি, ওই খানে একটি কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে পানি নিষ্কাশনের জন্য কিন্তু ওই পাড়ার কয়েক জন্য ব্যক্তি তাদের নিজেদের স্বার্থের জন্য কালভার্টের মুখে মাটি দিয়ে উচু করে রাখায় পানি বের হতে না পারায় এ সমস্যা হচ্ছে। আমি বিষয়টি চেয়ারম্যানকে জানাবো আশা করি এর সমাধান হয়ে যাবে।

জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার এস এম মুনিম লিংকন বলেন, কালা গ্রামে কয়েকটি পরিবার পানি বন্ধী আছে এমন একটি লিখিত অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ বিষয়ে সরেজমিনে পরিদর্শন করা এবং এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমি মনোহরপুর ইউপি চেয়ারম্যানকে বলে দিয়েছে।

গাংনীতে শরিফা ফল চাষে কৃষকের সাফল্য ; ঝুঁকছে অন্যরাও

থোকায় থোকায় শোভা পাচ্ছে শরিফা ফল। বাতাসে দোল খাচ্ছে শরিফা, সেই সাথে দোল খাচ্ছে বাগান মালিকের স্বপ্ন। ব্যতিক্রমী কৃষি উৎপাদনের চিন্তা চেতনায় বিলুপ্ত প্রায় শরিফা ফল চাষে বেশ সাফল্য পেয়েছেন মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার চেংগাড়া গ্রামের বাহাউদ্দীন।

সুস্বাদু ও বেহেস্তি ফল হিসেবে পরিচিত শরিফা চাষে বেশ লাভবান হয়েছেন তিনি। ৮ বিঘা জমিতে বাগান করে প্রতি বছর কয়েক লক্ষ টাকা আয় করছেন । তার এই সাফল্য এলাকার তরুণ যুবকদেরকে শরিফা বাগান চাষে অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছে। আগ্রহী হয়ে উঠছেন অনেকেই।

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বিশিষ্ট ব্যাংকার বাহাউদ্দীন। শখের বশে আর ব্যাতিক্রমি কিছু করার চিন্তা নিয়েই বছর চারেক আগে মাত্র দুই বিঘা জমিতে শরিফা ফলের বাগান করেন। এলাকাভিত্তিক এর শরিফা ফলের নাম মেওয়া ফল বলে জানেন সকলে। স্থানীয় ভাবে বীজ সংগ্রহ করে তা রোপণ করেন । প্রথম বছরে খরচ করেন মাত্র ২০ হাজার টাকা। পরের বছর আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি তাকে।

সেবছর শরিফা ফল স্থানীয় ফল বিক্রেতাদের কাছে বিক্রি করে পান ৪০ হাজার টাকা। স্বল্প পুঁজি বিনিয়োগ করে বেশি লাভবান হওয়ায় আরো ৬ বিঘা জমিতে শরিফা বাগান করেন। এ বছর তিনি ৫০ হাজার টাকা খরচ করে পেয়েছেন তিন লাখ টাকা। অনুকুল আবহাওয়া নিজের অদম্য পরিশ্রম এবং কৃষি অফিসের পরামর্শে তিনি শরিফা বাগান করে লাভবান হয়েছেন। কীট পতঙ্গের আক্রমণ না থাকায় এবং রাসায়নিক সারের ব্যবহার একেবারে কম হওয়ায় অনেকেই এ আবাদে ঝুঁকছেন এলাকার অনেক মানুষ।

শরিফা চাষী বাহাউদ্দিন জানান, আগে প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই পাওয়া যেতো সুস্বাদু ফল শরিফা। এখন কালের বিবর্তনে হারিয়ে যেতে বসেছে সেই ফল। এখন কেউ আর এ ফলের গাছ রোপণ করেন না। বিলুপ্ত প্রায় এ ফলের গাছ ধরে রাখা ও বাণিজ্যিক ভাবে এ বাগান করার প্রয়াস নিয়েই বাগান করেছেন ।

স্বল্প খরচ আর অল্প পরিশ্রমে বেশি লাভবান হওয়ায় স্থানীয় চাষী ও তরুণরা শরিফা বাগানের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেছে। স্থানীয়রা পরামর্শ নিচ্ছেন বাগান করার জন্য। গাংনীর ভিটাপাড়ার কলেজ শিক্ষক রফিকুল আলম জানান, তিনি এ শরিফা চাষে সাফল্যের গল্প শুনেই পরামর্শ নিচ্ছেন বাগান করার। ইতোমধ্যে দুই বিঘা জমি প্রস্তুত করেছেন। বীজ সংগ্রহ করছেন তিনি। রফিকুল আলমের মতো অনেকেই বাহাউদ্দীন ও কৃষি অফিসে পরামর্শ নিচ্ছেন শরিফা বাগান করার জন্য।

স্থানীয় ব্যবসায়ী আঃ রহমান ও লিটন মিয়া জানান, মেওয়া বা শরিফা ফল সুস্বাদু ও পুষ্টিকর হওয়ায় এর চাহিদা রয়েছে। নিজের হাতে বাগান থেকে ফল সংগ্রহ করে স্থানীয় বাজার ও ঢাকাতে পাঠানো হয়। অনলাইনেও এর বেঁচা কেনা হয়। বাগান থেকে ২৫০ টাকা দরে কিনে সাড়ে চারশ টাকা দরে বিক্রি করা হয়। এতে লাভ হয় বেশি।

গাংনী উপজেলা কৃষি অফিসার কেএম সাহাবুদ্দীন আহমেদ জানান, শরিফা একটি বিলুপ্ত প্রায় সুস্বাদু ও পুষ্টিগুণে ভরপুর ফল। বাহাউদ্দীন এটির বাগান করেছেন। এতে অনুপ্রাণিত হয়ে অনেকেই বাগান করার প্রত্যয় ব্যক্ত করে পরামর্শ চাচ্ছেন। এ ফল আবাদে খরচ কম। রোগ বালাই একেবারই নেই। অথচ লাভ অনেক বেশি। কৃষি অফিস সব সময় চাষীদেরকে পরামর্শ দিচ্ছেন। এ ফল আবাদের সম্প্রসারণ ঘটলে পুষ্টির চাহিদা অনেকখানি পূর্ণ হবে।

আলমডাঙ্গায় এক নারীকে হত্যার অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় স্ত্রীকে শ্বাসরোধ করে হত্যার পর মুখে বিষ ঢেলে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে স্বামীর বিরুদ্ধে। নিহতের নাম হিরা খাতুন (৩৬)।

রবিবার (২০ সেপ্টেম্বর) আলমডাঙ্গার জোড়গাছা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। অভিযুক্ত স্বামী শাহিন (৩০) ঘটনা জানাজানি হলে স্ত্রীর লাশ ফেলে পালিয়ে যান।

জানা গেছে, চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলার জোড়গাছা গ্রামের খবির উদ্দীনের ছেলে শাহিন হোসেন গত ৮ বছর আগে দামুড়হুদা উপজেলার রামনগর গ্রামের ফজলুল হকের মেয়ে হিরা খাতুনকে বিয়ে করেন। তাদের সংসারে ৪ বছরের এক পুত্র সন্তান রয়েছে।

গ্রামবাসীরা জানায়, রবিবার শাহিন হোসেন শ্বাসরোধ করে স্ত্রী হিরা খাতুনকে হত্যার পর মুখে বিষ ঢেলে রাখেন। পরে তাঁর স্ত্রী বিষপানে আত্মহত্যা করেছেন বলে প্রতিবেশীদের জানায়।
এরপর গ্রামের মেম্বারসহ কয়েকজনকে প্রভাবিত করে ময়নাতদন্তের সুযোগ না দিয়েই তড়িঘড়ি করে লাশ দাফনের চেষ্টা করে। রাতে খবর পেয়ে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের ব্যবস্থা করেছে।

নিহত হিরা খাতুনের বাবা ফজলুল হক জানান, শাহিন হোসেন পরকীয়ার মত্ত। প্রায় স্ত্রীকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করত। পরকীয়া প্রেমের কারণে আমার মেয়েকে হত্যা করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ আলমগীর কবীর জানান, খবর পেয়ে পুলিশ লাশ উদ্ধার করেছে। লাশ ময়না তদন্তের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

ঝিনাইদহের পুলিশ সুপারকে বিদায়ী সংবর্ধনা দিলেন পৌরসভা

ঝিনাইদহে বিদায়ী পুলিশ সুপার মো: হাসানুজ্জামানকে বিদায়ী সংবর্ধনা প্রদাণ করা হয়েছে।

রোববার দুপুরে ঝিনাইদহ পৌরসভার মেয়র ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আলহাজ সাইদুল করিম মিন্টু’র পক্ষ থেকে পৌরসভা মিলনায়তনে এ সংবর্ধনা প্রদাণ করা হয়।

এসময় বিদায়ী অতিথি পুলিশ সুপার হাসানুজ্জামান ছাড়াও পৌর মেয়র সাইদুল করিম মিন্টু, প্যানেল মেয়র আব্দুল মতলেব মিয়া, শৈলকুপা উপজেলা চেয়ারম্যান শিকদার মোশাররফ হোসেন সোনা, ঝিনাইদহ আইনজীবি সমিতির সভাপতি এ্যাড. আক্তারুজ্জামান, বাংলাদেশ পৌরসভা

কাউন্সিল এসোসিয়েশনের সভাপতি সাইফুল ইসলাম মধু, পরিবেশবিদ মাসুদ আহম্মেদ সঞ্জু, পৌরসভার সকল কাউন্সলারসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা, সৎ, কর্মঠ ও নিষ্ঠাবান পুলিশ সুপার মো: হাসানুজ্জামানের ঝিনাইদহের কর্মজীবনের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেন। পরে তাকে ফুল ও ক্রেস্ট দিয়ে সম্মাননা প্রদাণ করা হয়।

মেহেরপুর জেলা পুলিশের সর্তকতা অভিযান ও মাস্ক বিতরণ

মেহেরপুরে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব রোধে মেহেরপুর হোটেল বাজার এলাকায় সাধারণ নাগরিকদের করোনা ভাইরাসের বিস্তার রোধে করণীয় সম্পর্কে সচেতন করতে মাস্ক বিতরণ করেছে মেহেরপুর জেলা পুলিশ।

রবিবার বিকেলে শহরের হোটেল বাজার এলাকায় মাস্ক বিতরণ ও সচেতনতা মূলক প্রচার অভিযান পরিচালনা করা হয়।

এ সময় পুলিশের পক্ষ থেকে জনগণকে সতর্ক থাকা এবং মাস্ক ছাড়া ঘরের বাইরে বের না হওয়ার আহ্বান জানানো হয়। একই সাথে মাস্ক ছাড়া অসচেতনভাবে রাস্তায় ঘোরাঘুরি করলে আইনত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়।

গাংনীর লাইসিয়াম স্কুলের

মতবিরোধের অবসান

মেহেরপুরের গাংনী শহরের লাইসিয়াম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরিচালক ও শিক্ষকদের মধ্যে দীর্ঘ দিনের মতবিরোধের অবসানের লক্ষে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রোববার বেলা ১১ টার দিকে উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এক লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উপজেলা চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক উপস্থিত হয়ে সকলের মতামত গ্রহণ করেন।

মতামত গ্রহণ শেষে বিদ্যালয়ের পরিচালক হিসেবে প্রাথমিকভাবে প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক আমিরুল ইসলামকে পুনরায় দায়িত্ব দেয়া হয় এবং একটি পরিচালনা পর্ষদ গঠন করা হয়। এ পরিচালনা পরিষদের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক নজরুল ইসলাম।

এ সময় এম এখালেক উভয় পক্ষের উদ্দেশ্যে বলেন, আপাতত প্রাথমিকভাবে একটি পরিচালনা পরিষদ গঠন করা হচ্ছে। এই কমিটির মাধ্যমে সকলের মতামতের একটি সুনির্দিষ্ট গঠনতন্ত্র তৈরী করা হবে যাতে করে বিদ্যালয়টিতে আগামীতে এ ধরণের উদ্ভুত পরিস্থিতি তৈরি না হয়।

মতবিনিময় সভা অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, সহকারি মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মনিরুল ইসলাম, উপজেলা শিক্ষা অফিসার আলাউদ্দিন, উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক হাজী শফি কামাল পলাশ, আওয়ামী লীগ নেতা শহিদুল ইসলাম শাহ, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি সানোয়ার হোসেন বাবলু, সাধারণ সম্পাদক আনারুল ইসলাম বাবু বাজার কমিটির সভাপতি মহাববুর রহমান স্বপন, সাধারণ সম্পাদক বুলু সহ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠানকালি পরিচালক আমিরুল ইসলাম ও সকল শিক্ষক কর্মচারি অবিভাবকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

দর্শনা থানার ওসি চতুর্থ বারের মত জেলার শ্রেষ্ঠ অফিসার

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানার ওসি মাহবুবুর রহমান কাজল চতুর্থ বারের মতো চুয়াডাঙ্গা জেলার শ্রেষ্ঠ অফিসার ইনচার্জ হিসেবে মনোনীত হয়েছেন।

গত শনিবার বেলা ১১ ঘটিকার সময় চুয়াডাঙ্গা পুলিশ লাইনের গ্রীল সেটে মাসিক কল্যাণ সভা এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়। জুলাই ও আগস্ট ২০২০ মাস সহ আগামী দিনগুলোতেও এই সাফল্য ধরে রাখার জন্য চুয়াডাঙ্গা জেলার মানবিক পুলিশ সুপার জনাব মোঃ জাহিদুল ইসলাম ওসি মাহবুবুর রহমান কাজল অফিসার ইনচার্জ দর্শনা থানা এর হাতে উপহার হিসেবে ক্রেস্ট এবং নগদ ২০,০০০ টাকা এবং সম্মাননা সার্টিফিকেট তুলে দেন।

ওসি মাহবুবুর রহমান কাজল চতুর্থবারের মতো জেলার শ্রেষ্ঠ অফিসার মনোনীত হওয়ায় এ বিষয়ে তার কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন অন্যায়কে আমি কখনো প্রশ্রয় দিই না। সবসময় সততার সাথে কাজ করে যেতে চাই, তবে দর্শনাবাসী তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করায় আমি চতুর্থবারের মতো চুয়াডাঙ্গা জেলাতে শ্রেষ্ঠ অফিসার হিসেবে মনোনীত হতে পেরেছি, এজন্য দর্শনাবাসীকে ধন্যবাদ জানাই সেই সাথে আপনারা সব সময় তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করবেন তাহলে দর্শনাকে আমি মাদকমুক্ত এবং দুর্নীতিমুক্ত থানা হিসেবে গড়ে তুলতে পারবো।

সবশেষে তিনি বলেন পুলিশ জনগণের বন্ধু এবং সব সময় জনগণের সেবায় কাজ করে যেতে চাই আপনারা ঠিক তথ্য দিন এবং সেবা নিন।

গাংনীতে বসত ঘরে আগুন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার জুগিন্দা গ্রামের জিয়াউর রহমানের বসত বাড়িতে অগ্নীকান্ডের ঘটনায় আসবাপত্র পুড়ে গেছে। শনিবার দিবাগত রাতের কোন এক সময়ে এ ঘটনা ঘটে।

বাড়ীর মালিক জিয়াউর রহমান জানান, রবিবার সকালে শ^শুর বাড়ী থেকে ফিরে এসে এ অগ্নীকান্ডের ঘটনা দেখতে পায়। সংবাদ পেয়ে বামন্দি সাব-ষ্টেশনের ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সদস্য ও পুলিশ সদস্যরা ঘটনাস্থলে এস অগুন নিয়ন্ত্রনে আনে।

তিনি আরো জানান, তিনি স্বপরিবারে মেহেরপুর এলাকায় শ^শুর বাড়ীতে বেড়াতে যান। রোববার ভোরে বাড়ীতে এসে দেখেন তার বসত ঘরের মধ্যে আগুন জ্বলছে। ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয়দের সহযোগিতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

সংবাদ পেয়ে গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। জিয়াউর রহমানের স্ত্রীর দাবী উদ্দেশ্যমূলক এ ঘটনা ঘটিয়েছে।

তবে জিয়াউর রহমান এ বিষয়ে কোন অভিযোগ করবেন না বলে জানিয়েছেন।

এ অগ্নীকান্ডের ঘটনায় আসবাপত্রসহ কয়েক লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

সাহেদের অস্ত্র মামলার রায় ২৮ সেপ্টেম্বর

রিজেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান সাহেদ করিমের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে করা মামলার রায় আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর দেওয়া হবে। আজ রবিবার রাষ্ট্র ও আসামিপক্ষের যুক্তি উপস্থাপন শেষে ঢাকা মহানগর দায়রা জজ কে এম ইমরুল কায়েশ রায় ঘোষণার জন্য এ দিন ধার্য করেন।

জানা যায়, এই মামলায় ১৪ জন সাক্ষীর মধ্যে ১১ জনের সাক্ষ্য নেয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, করোনাভাইরাসের টেস্ট নিয়ে প্রতারণাসহ বিভিন্ন অভিযোগে গত ১৫ জুলাই সাতক্ষীরার সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে সাহেদকে গ্রেফতার করে র্যাব। পরে করোনা পরীক্ষার নামে ভুয়া রিপোর্টসহ বিভিন্ন প্রতারণার অভিযোগে দায়ের করা মামলায় সাহেদের

১০ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত।

রিমান্ডে থাকাকালীন তাকে নিয়ে উত্তরায় তার বাসায় অভিযানে যায় ডিবি পুলিশ। সেখান থেকে অস্ত্র উদ্ধার করা হয়। অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় ডিবি পুলিশের পরিদর্শক এস এম গাফফারুল আলম তার বিরুদ্ধে উত্তরা পশ্চিম থানায় মামলা করেন।

৩০ জুলাই ঢাকা মহানগর হাকিম মোর্শেদ আল মামুন ভূঁইয়ার আদালতে আসামি সাহেদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ডিবি পুলিশের পরিদর্শক মো. শায়রুল। ২৭ আগস্ট ঢাকা মহানগর দায়রা জজ কে এম ইমরুল কায়েশ তার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেন।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন